পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে চেঞ্জমেকারদের ১০০০ উদ্যোগ

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

১

সুমন ঃ আকাশ ভাই, আপনি কি জানেন, চেঞ্জমেকারগণ ১০০০ উদ্যোগ গ্রহণ করবে, বিষয়টা কি?

আকাশ ঃ এই বিষয় নিয়েই তো এখন কাজল আপার বাসায় মিটিং হবে। আপনি যাবেন তো ?

সুমন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেখানেই যাচ্ছি। চলেন যাই।

কাজল ঃ আপনারা অনেকেই শুনেছেন চেঞ্জমেকারদের ১০০০ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কথা। কিন্তু বিষয়টা বোধহয় আমাদের অনেকের স্পষ্ট হয় নাই।

ময়না ঃ একজন চেঞ্জমেকার একাই কি পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১০০০ উদ্যোগ নিতে পারবে?

রত্না ঃ মাত্র ১০০০?

নুরু ঃ ঐ যে বিথী আর ওর বান্ধবী এসেছে। বিথী ভালো ভাবে বলতে পারবে এই বিষয়ে।

বিথী ঃ পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে একটি জেলার সকল চেঞ্জমেকারগণ নিজ নিজ পরিসরে একা অথবা দলগতভাবে কমপক্ষে ১০০০ টি ছোট কিংবা বড় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

আকাশ ঃ কতদিনের মধ্যে এই উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করবে?

বিথী ঃ আগামী ৩ মাসের মধ্যে। যেমন, এ বছর নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রতিটা জেলায় চেঞ্জমেকারগণ একক অথবা সম্মিলিতভাবে ১০০০ টি উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে।

সুমন ঃ একসাথে মানে কি একটা জেলার সকল চেঞ্জমেকার একসাথে হয়ে কাজ করবে? এটা কিভাবে সম্ভব?

রিনা ঃ না সুমন ভাই, প্রতিটা চেঞ্জমেকার আলাদা ভাবে কাজ করবে। আবার একটি এলাকায় কয়েকজন চেঞ্জমেকার একসাথেও কাজটি করতে পারবে। জেলাভিত্তিক সবার কাজ একসাথে যোগ করলে দেখা যাবে মোট ১০০০ এর অধিক অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন হয়েছে।

কাজল ঃ কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে?

বিথী ঃ যেমন, তুমি তোমার পড়শিদের সাথে বিষয়টি নিয়ে ১ দিন অন্তত ১-২ ঘন্টা সময় নিয়ে বিশদভাবে কথা বলতে পারো।

রিনা ঃ তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে, পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝে, তোমার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিংবা তোমার নিজ অফিসের সহকর্মীদের মাঝে "আমরাই পারি" ক্যাম্পেইন এর উপকরণগুলি বিতরণ করতে পারো।

আকাশ ঃ আমি চায়ের দোকানে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে পারি। কিংবা বন্ধুদের মধ্যে যাদের নারী সম্পর্কে কিংবা স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক নিয়ে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের ধারণা বদলানোর চেষ্টা করতে পারি।

মনির ঃ আমি আমার দোকানের আশে পাশের সকল দোকানে বা দেয়ালে নিজ হাতে লেখা কিংবা কোথাও থেকে সংগ্রহ করে পোষ্টার লাগাতে পারি।

কালাম ঃ আমি যে চেঞ্জমেকার হবার পর রান্নার কাজে অংশ নেই এটাও কি একটি উদ্যোগ হবে?

বিথী ঃ না কালাম ভাই, এটা আপনার ব্যক্তি আচরণ পরিবর্তনের একটি নমুনা মাত্র। ১০০০ উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন চেঞ্জমেকার তৈরি করবো। আরো বেশী মানুষকে আমরাই পারি ক্যাম্পেইন সম্পর্কে জানাবো।

ময়নাঃ কালাম ভাই, তুমি একজন চেঞ্জমেকার হয়ে তোমার জীবনে প্রতিদিন যে পরিবর্তনগুলি আনছো তা অন্যদেরকে জানাবা। এটাই ১০০০ উদ্যোগের একটি বড় কাজ।

রত্না ঃ আমি, ময়না ও মিতা একসাথে পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চেয়েছিলাম। এটা কি ১০০০ উদ্যোগের মধ্যে পরবে?

রিনাঃ অবশ্যই। ১০০০ উদ্যোগ এককভাবে বা কখনো দলীয়ভাবেও করা যেতে পারে।

ময়না ঃ একজন চেঞ্জমেকার কতটি উদ্যোগ নিতে পারবে?

রিনাঃ এটার কোনো সীমা নেই, যে যতটা পারবে। যে যতো বেশী এই কাজের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে তার ব্যক্তি আচরণ ও চিন্তার মধ্যে ততো বেশী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

সুমনঃ আমি তো মনে হয়ে ১০ টা পর্য্যন্ত উদ্যোগ এই সময়ের মধ্যে নিতে পারবো।

রত্না ঃ আমি ১৫ টা পারবো।

ময়না ঃ তাহলে আমাদের এলাকাতেই তো ১৫০ টা উদ্যোগ হয়ে যাবে।

আকাশ ঃ কিন্তু এক জেলায় সকল চেঞ্জমেকারদের উদ্যোগ যোগ করবে কে?

রত্না ঃ কেন, জেলা পর্যায়ে 'আমরাই পারি' যে জোট আছে তাদেরকে আমরা আমাদের উদ্যোগের কথা জানাবো, তাদের ঠিকানা আমাদের জানা আছে চিঠি লিখবো।

রিনা ঃ আমরা আমাদের প্রতিটা উদ্যোগ নিয়ে এক পাতা লিখতে পারি। সেখানে বলতে পারি আমি কি করলাম, কয়জন চেঞ্জমেকার তৈরি হলো, উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কি সমস্যা তৈরি হয়েছিল ইত্যাদি।

সজিব ঃ আমার আসতে দেরি হয়ে গেল, আমি কিন্তু ১ টা উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছি। আমি আমার কলেজের ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাদের মধ্যে ১০ জন চেঞ্জমেকার হয়েছে।

মন্টি ঃ আমি আমার মা-বাবা, ভাই-বোনদের চেঞ্জমেকার করেছি। তারা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে আমাদের পরিবারে যেমন নারী এবং পুরুষের মর্যাদা সমান হবে তেমনি আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের পরিবারেও তারা কথা বলবে। আমরা চেষ্টা করবো আমামাদের গ্রামকে নারী নির্যাতনমুক্ত গ্রামে পরিণত করা।

মনির ঃ পরিবারের সবাই যদি উদ্যোগ নেই যে নিজ পরিবারেনারী এবং পুরুষের সমান অধিকার বাস্তবায়ন করবো, তবেই তো সমাজ হবে নির্যাতনমুক্ত।

টগর ঃ চেঞ্জমেকারদের ১০০০ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই আমরা আমরাই পারি ক্যাম্পেইন এর আন্দোলন সফল করবো। আর আশেপাশের প্রতিটি মানুষকে নারী-পুরুষ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবো।

পরিবারে নারী যখন আপনজন দ্বারা বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়, তখন পরিবারের আদর্শ এবং পারিবারিক সম্পর্ক প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তাই 'আমরাই পারি' ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নির্যাতন মুক্ত পরিবার গড়ার শপথ নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ চেঞ্জমেকার। চেঞ্জমেকাররা পারিবারিক নির্যাতনকে ব্যক্তিগত বিষয় বা পরিবারের নিজস্ব বিষয় বলে মনে করেন না। বরং তারা নারীর প্রতি নিজেদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করছেন, নিজেদের পরিবারে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে সম্মিলিতভাবে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। চেঞ্জমেকারগণ পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশে জোরালো কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন যার নাম দিয়েছেন 'চেঞ্জমেকারদের ১০০০ উদ্যোগ'।

চেঞ্জমেকারগণের ১০০০ উদ্যোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরীর জন্য এই লিফলেটটি তৈরি হয়েছে। লিফলেট পড়ার পর আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন,

- *আপনি কি জানেন বাংলাদেশে নিজ পরিবারেই অধিকাংশ নারী বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়।*
- *পারিবারিক পরিসরে নারীর প্রতি এই নির্যাতনকে কি আপনি সমর্থন করেন?*
- *একজন সচেতন মানুষ হিসেবে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে আপনি কি কোনো উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবছেন?*

তাহলে আসুন, চেঞ্জমেকার হিসেবে অঙ্গিকারাবদ্ধ হই। 'আমরাই পারি' ক্যাম্পেইন এ সম্পৃক্ত হয়ে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের ১০০০ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করি।

'চেঞ্জমেকারদের ১০০০ উদ্যোগ' এর অংশ হিসেবে আপনার গৃহীত উদ্যোগ এর কথা প্রতিবেদন আকারে 'আমরাই পারি জেলা জোট' কে পাঠাতে বিথীর তৈরী করা নিম্নলিখিত প্রতিবেদন ফরমেটটি অনুসরণ করতে পারি :

নাম	কত তারিখে উদ্যোগ নিয়েছে .....
বয়স	কোন সময়.....
গ্রাম	কি করেছে / কি উদ্যোগ নিয়েছে .....
পোষ্ট	.....
থানা	কিভাবে করেছে .....
জেলা	কতজনের সাথে কথা বলেছে .....
ফোন	কত জন চেঞ্জমেকার হয়েছে .....
স্বাক্ষর	

• স্ক্রীপ্ট : জিনাত আরা হক • অংকন ও ডিজাইন : রেজাউল হক, VAD